২৩/১০/২০০৩

যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৪ ...

কোচিং সেন্টারে ক্লাস নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

কো দিন বেড়েই চলছে। অষ্টম শ্রেণী থেকে ডিগ্রি, ৫ম শ্রেণী বৃত্তি পরীক্ষায় নিশ্চিত সাফল্য, এসএসসি, এইচএসসিতে স্টার পাওয়ার গ্যারান্টি (বর্তমানে অ, অ+গ্রেড) ইত্যাদির অঙ্গীকারে স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়ের জন্য একাডেমিক কোচিং আবার প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে ক্যাডেট কলেজ, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট ও বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য ভর্তি কোচিং ও চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য বিসিএস প্রিলিমিনারি কোচিং সাব-রেজিস্টার পরীক্ষায় কোচিং, এয়ার হোস্টেস পরীক্ষায় কোচিং ইত্যাদি নানা কোচিংয়ের এখন রমরমা ব্যবসা চলছে। একশ্রেণীর শিক্ষিত বেকার যুবক কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে উপার্জনের একটি পথ খুঁজে নিয়েছেন বিষয়টি আংশিক সত্য হলেও মূলত অধিকাংশ কোচিং সেন্টারেরই পৃষ্ঠপোষকতা করছেন নামি দামি স্কুল-কলেজগুলোর শিক্ষকরা। বিভিন্ন বিষয়ে কোচিং সেন্টারের ওপর নির্ভরশীলতা এরাই শেখাচ্ছেন। শ্রেণী কক্ষে ছাত্রদের কোন বিষয়ই ভালভাবে না পড়িয়ে এবং কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ না করে কোনরকমে স্কুলে ক্লাস নিয়ে এ সব শিক্ষক কোচিং সেন্টারে শ্রম দিচ্ছেন আর ছাত্রদের এক প্রকার বাধ্য করছেন কোন প্রাইভেট টিউটর অথবা কোচিং সেন্টারের সাহায্য নিতে। এ সবই করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় বসে। কিন্তু এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই কর্তৃপক্ষের। আর স্কুলে পড়া না বুঝিয়ে শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো, কোচিং সেন্টার স্থাপন ও কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বিষয়টি

আর দশটি সমস্যার মতোই গা সওয়া হয়ে গেছে অভিভাবকদের। কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততা ও অভিভাবকদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে কোচিং সেন্টারগুলো ভালভাবেই গেড়ে বসেছে। বিস্তার করে চলছে শাখা-প্রশাখা। সেই সঙ্গে টাকা কামানোর যন্ত্রে পরিণত হচ্ছেন শিক্ষকরা।

কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে পকেট ভারী করার প্রতিযোগিতায় এখন পিছিয়ে থাকতে রাজি নন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও। তাই রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ও বিভিন্ন কোচিংয়ের বাহারি ব্যানারে আজকাল বেশ গুরু দিয়েই প্রচার করা হচ্ছে, 'ক্লাস নিচে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকগণ লেখাটি লেখার আগে একবার ইচ্ছা হয়েছিল যাচাই করে দেখি সত্যিই শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন কিনা? নাকি শুধুই প্রচারের জন্য প্রচার। কিন্তু পরক্ষণেই যাচাই করার আর প্রয়োজন বোধ হয়নি। আমাদের শিক্ষকদের অর্থলে আর নৈতিক অধপতন যদি নাই ঘটত তবে কোচিং সেন্টার কেন নামকরা কোন প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠ এভাবে তাদের নামে প্রচার করার সাহস করত না যেহেতু অর্থের সর্বনাশা নেশায় আমাদের শিক্ষকরা তাদের নৈতিকতাকে বিক্রি করেছেন, নিজেদের প্র ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন, তাদের জন্য রক্ষিত শ্রদ্ধার আসনটি বিলুপ্ত করেছেন তাই এ ধরনের প্রচার আ যাচাইয়ের অপেক্ষা রাখে না। বরং মনে হয় এবার বোধ হয় ষোলকলা পূর্ণ হল। আমরা বোধ হয় অবক্ষয়ের পথে আরও এগিয়ে গেলাম। এক শ্রেণী শিক্ষক মাসিক নিশ্চিত একটি আয়কে পকেটে পুরে ভাল স্কুল-কলেজের ভাল শিক্ষক এ সাইন বোর্ডকে ব্যবহার করে বিপুল অর্থ আয়ের নেশায় উন্মত্ত লাগ ছাড়া ঘোড়ার মতো ছুটতেই থাকবেন। আমাদের চোখের সামনে সাজানো অক্ষরে নৈতিক দৈন্য উৎকটভাবে ঝুলতেই থাকবে 'ক্লাস নিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকগণ' আর নতুন ক আমাদের নির্ধারণ করতে হবে শিক্ষা, জ্ঞান অথবা সেবার সংজ্ঞা। তবে কি আমরা মেনে নেব এ নৈতি পরাজয়? মেনে নেবেন কি আমাদের শিক্ষকগণও?

নূর কামরুন নাহার, মতিঝিল, ঢাকা